দেহব্যবসা রোধে কঠোর পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরায় দেহ ব্যবসা চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড় সড়ো সাফল্য পেল পুলিশ। তিন নাবালিকা সহ মধুচক্র চালানোর অভিযোগে স্থানীয় একটি লজের ম্যানেজার সমেত মোট সাতজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। জানা গেছে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরায় দিঘা মোড়ের একটি লজে দীর্ঘদিন ধরে মধুচক্রের আসর বসাচ্ছে দেহ ব্যবসার সাথে যুক্ত একটি চক্র। শনিবার দুপুরে গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে অভিযুক্ত হোটেলে মধুচক্রের আসর বসেছে। পুলিশ আরও জানতে পারে এই আসরে প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা ও পাশের জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে কয়েকজন নাবালিকাকে হোটেলে নিয়ে এসেছে দেহ ব্যবসা চক্রের সাথে জড়িত দুষ্কৃতীরা। এরপরই এগরা থানার ওসি কৃষ্ণেন্দু প্রধানের নেতৃত্বে পুলিশ এগরা দিঘা মোড়ের এই লজে হানা দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাদের অভিযানে তিনজন নাবালিকা ও তিনজন যুবক ধরা পড়ে যায়। পুলিশ এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মধুচক্রের আসরের বিষয় নিশ্চিত তথ্য প্রমাণ পাওয়ার পরেই এদের গ্রেপ্তার করে। সেই সাথে যুক্ত হোটেলের ম্যানেজার কেও গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনাটিকে ঘিরে শহর জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

এগরা থানা সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া তিন নাবালিকার মধ্যে একজন স্থানীয় এগরা শহরের বাসিন্দা আর বাকি দুজনের একজন ওড়িশা ও একজন পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা। পুলিশ জানতে পেরেছে এই নাবালিকাদের মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে হোটেলে নিয়ে এসে তাদের দেহ ব্যবসার কাজে নিযুক্ত করেছিল দেহ ব্যবসার সাথে যুক্ত এই চক্রের পান্ডারা। ধৃতদের রবিবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করবে পুলিশ।

পুলিশি হেফাজতে স্বামী-শ্বশুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ অতিরিক্ত পণের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরিতে এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের পরে তার মৃতদেহ ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবার অভিযোগে মৃতার স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। শুক্রবার খেজুরি থানার পুলিশ মৃতা পম্পার স্বামী নারুগোপাল দাস ও শ্বশুর শঙ্কর দাসকে গ্রেফতার করে। এদের বাড়ি খেজুরি থানার ঠাকুরনগর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পাঁচ বছর আগে ভূপতিনগরের থানা এলাকার পম্পার সাথে নাড়ুগোপালের বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই অতিরিক্ত পণের দাবিতে পম্পাকে মারধর করতো স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ি লোকেরা। জানা গেছে, গত ৮ জুলাই গৃহবধূ পম্পা দাস (২৫) এর মৃতদেহ বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে খেজুরি থানার পুলিশ। ১৮ জুলাই মৃতার বাবা তারাপদ গিরি থানায় মৃতার শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেফতার করে। শনিবার ধৃতদের কাঁথি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন নাকচ করে ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

স্টেশনে নেই এটিএম, দুর্ভোগে যাত্রীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়্গপুর ডিভিশনের স্টেশনে রয়েছে এটিএম কাউন্টার। বাকি স্টেশনগুলিতে এটিএম না থাকায় টাকার দরকার পড়লে বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। ক্ষোভ বাড়ছে যাত্রীদের মধ্যে। রেলের খড়্গপুর ডিভিশনের হল্ট স্টেশন বাদ দিয়ে বাকি ৯৯টি স্টেশন রয়েছে। এর মধ্যে খড়্গপুর, মেদিনীপুর, মেছেদা, সাঁতরাগাছি, বাগনান, শালিমার -সহ ১৩টি স্টেশনে এটিএম কাউন্টার রয়েছে। পাঁশকুড়া, তমলুক, হলদিয়া, কাঁথি, বেলদা, ঝাড়্গ্রাম, ঘাটশিলা, জলেশ্বর, দিঘার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন-সহ বাকি ৭৮টি স্টেশনে নেই কোনও এটিএম। ফলে টাকার প্রয়োজন হলে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। কেন ওই সমস্ত স্টেশনে এটিএম চালু করা যাচ্ছে না? রেলের দাবি, টেন্ডার ডাকলেও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আগ্রহ প্রকাশ না করায় ওই স্টেশনগুলিতে এটিএম চালু করা যাচ্ছে না। রেলসূত্রে খবর, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্টেশনে এটিএম খোলার জন্য এজেন্ট মারফৎ রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাঙ্কগুলি। এক্ষেত্রে এজেন্টের মাধ্যমে কাজ হওয়ায় রেল নির্ধারিত ভাড়ার তুলনায় বেশি টাকা খরচ হয় ব্যাঙ্কের। তাই এটিএম কাউন্টার খোলার জন্য আগে বারবার টেন্ডার ডাকা হলেও ব্যাঙ্কগুলি সেভাবে আগ্রহ দেখায়নি। তাই এবার সরাসরি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসে তাদের এটিএমের ভাড়ার হার জানতে চাইছেন রেল কর্তৃপক্ষ। রেল কর্তৃপক্ষ চাইছেন, ব্যাঙ্কগুলি সরাসরি এটিএম খোলার জন্য দরপত্রে অংশগ্রহণ করুক। খড়্গপুর রেলের সিনিয়ার ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার কুলদীপ তেওয়ারি বলেন, স্টেশনে এটিএম কাউন্টার খোলার জন্য আমরা টেন্ডার ডাকলেও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আগ্রহ দেখান না। আসলে তৃতীয় ব্যক্তি মারফৎ এটিএমের কাজ হওয়ার রেলের নির্ধারিত ভাড়ার তুলনায় বেশি টাকা গুনতে হয় ব্যাঙ্কেকে। তাই ব্যাঙ্কগুলি আগ্রহ হারায়। তিনি বলছেন, আমরা ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনায় বসে ওদের অসুবিধার কথা জেনেছি। ৪৯টি স্টেশনে ৮৬টি এটিএম কাউন্টার খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। রেলের কমার্শিয়াল বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, স্টেশনে এটিএম চালু না হলে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে না, তেমনিভাবে বাড়বে না রেলের আয়ও।

বি.এম. ফাইন আর্ট অ্যান্ড কালচার বাঁকুড়া শাখা উদ্বোধন ও ভিন্নতর অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ

পরিবেশ সচেতনতার ও সৃজনশীল পরিকল্পনাকে সামনে রেখে বিএম ফাইন আর্ট অ্যান্ড কালচারের অভিনব প্রয়াস 'শিল্পভিলা' ও 'উত্তরণ' বাঁকুড়া, জোড়হিড়া বিশলয় পাবলিক স্কুল প্রাঙ্গণে একটি অভিনব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনের সামগ্রী কর্মসূচির মধ্যে বৃক্ষরোপণ, অঙ্কণ প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংগঠনের বাঁকুড়া শাখা উদ্বোধনের মধ্যস্থতায় সারাদিনব্যাপি আনন্দযজ্ঞের চিহ্ন রেখে যায় বিএম ফাইন আর্ট অ্যান্ড কালচার। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বাঁকুড়া জেলার ছাতনা থানার স্বনামধন্য ভাস্কর্য শিল্পী হীরালাল কর্মকার বলেন, উদ্যোগের সাথে উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানাই, বিএম ফাইন আর্ট অ্যান্ড কালচারের মতো সংস্থার এলাকায় প্রয়োজন এবং পাশে থাকতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে হবে। সামগ্রিক অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সুরজিৎ চ্যাটার্জী, এছাড়াও সহযোগীগণ সনৎ চক্রবর্তী, অনুপ রায়, সুভাষ চ্যাটার্জী, চন্দন মুখার্জী, সোমনাথ রায়, সুকদেব চ্যাটার্জী এবং আরো অনেকে সেই সঙ্গে বিএম ফাইন আর্ট অ্যান্ড কালচারের কর্ণধার শিল্পী বিষ্ণু মাইতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং তিনি ঘোষণা করেন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সমকালীন সময়ে এই ধরণের ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান আগামী প্রজন্মের কাছে এক অন্য বার্তা প্রেরণ করে এবং অভিনবত্বের দাবি করেন।

জলপাইগুড়ি-দিঘা ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দকুমার ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার থানার ধিতাইবসান এলাকায় শনিবার নিউ জলপাইগুড়ি-দিঘা পাহাড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম শেখ সাদ্দাম হোসেন (৩৫)। বাড়ি নন্দকুমার থানার নারায়ণপুরে। এই ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় থানার পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সেখানে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ইতিমধ্যেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সেই যুবকের পরিবারের সঙ্গেও কথা বলছেন তারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে নিউ জলপাইগুড়ি-দিঘা পাহাড়ি এক্সপ্রেস দিঘার দিকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ট্রেনটি আসার সময় ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেয় ওই যুবক। জানা গিয়েছে, ওই যুবকের পরিবারে টাকা-পয়সা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। যার জেরে প্রায় নিত্যদিনই সংসারে অশান্তি লেগে থাকত। এই অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পেতেই ওই যুবক ট্রেনের সামনে চলে আসে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি। এই প্রসঙ্গে পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তারা এসব বিষয় কিছুই জানতেন না। হঠাৎ করে কেন এমন করল সেই নিয়েও যথেষ্ট ধন্দে রয়েছে পরিবার।

এবিটিএ-র উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষক সংগঠন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির (এবিটিএ) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল রবিবার। মেদিনীপুর শহরের রবীন্দ্রনগরস্থিত সমিতির জেলা দপ্তর গোলকপতি ভবনে আয়োজিত এই শিবিরের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ডঃ সন্তোষ কুমার ঘোড়ুই। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। উদ্বোধনী সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিপদতারণ ঘোষ, সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি ব্রজগোপাল পড়িয়া। শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক তথা বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী তরুণ রায়, এবিটিএ-র প্রাক্তন নেতৃত্ব রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, অশোক ঘোষ, ভাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলোর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথ ভট্টাচার্য, রুবি রায়, সন্তোষ দাস, নারায়ণচন্দ্র মিত্র, দেবাশীষ চ্যাটার্জী, শশধর দাস, চন্দ্রশেখর দাস, মণিশঙ্কর গিরি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এটি ছিল এবিটিএ জেলা কমিটির উদ্যোগে চতুর্থবর্ষ রক্তদান শিবির। শিবিরে ১২ জন মহিলা সহ মোট ৮০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করেন মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও গোটা শিবিরটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক নেতৃত্ব শক্তিপ্রসাদ মিত্র ও জগন্নাথ খান। শিবিরটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সংগঠনের নেতৃত্ব, সংগঠক, সদস্য-সদস্যা ও রক্তদাতাদের অভিনন্দন জানান জেলা সম্পাদক বিপদতারণ ঘোষ।

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ পুকুরে স্নান করতে এসে তলিয়ে গেল বছর ১৬-র এক যুবক। স্থানীয় সূত্রের খবর, শনিবার সকালে গোলাপিচক সংলগ্ন একটি পুকুরে স্নান করতে আসে তিন জন। স্নান করতে নেমে মাঝ পুকুরে দম হারিয়ে ফেলে মৃত নিখিল সিং। তাঁতিগেড়িয়ার প্রমোদ নগরের বাসিন্দা এই যুবক প্রায়ই এই পুকুরে স্নান করতে আসত। এদিনের ঘটনাটি নেহাতই কোনো দুর্ঘটনা নাকি এর পিছনে অন্য কোনো রহস্য আছে সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে।

।। ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।।
ক-বিভাগ ঃ প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণি (যেমন খুশী আঁকো)
খ-বিভাগ ঃ তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণি (প্রাকৃতিক পরিবেশ)
গ-বিভাগ ঃ পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্রেণি (বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ)
স্থান ঃ কাঁথি চন্দ্রামণি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়
তাং- ২২শা আগষ্ট, ২০১৮ বুধবার সকাল ৮টা
আয়োজনে— অপ্রতিদ্বন্দী সাপ্তাহিক সময়ের সংবাদ
আজই নাম লেখান ঃ ৯৪৩৪৩২১২১৮

রথটানা শেষ করেই দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু মহিষাদলবাসীর

তুহিন শুভ্র আগুয়ান, পূর্ব মেদিনীপুর ঃ রথে করে জগন্নাথদের বাড়ি ফেরার পর এবার আসন্ন দুর্গাপুজোর জন্য কাউন্টডাউন করতে শুরু করেছে সমগ্র মহিষাদলবাসী। গতকাল ছিল ফেরত রথ। জগন্নাথদেব তিনি তাঁর মাসির বাড়ি ভ্রমণ শেষ করে রথে চড়ে বাড়ি ফিরেছেন। আর তাঁর বাড়ি ফেরার পর থেকেই দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউনে বসেছে সমগ্র মহিষাদলবাসী। কথায় আছে, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। রথযাত্রা ও দুর্গাপুজো এই তেরো পার্বণের মধ্যে এক অন্যতম পার্বণ। গতকাল রথ উৎসব শেষ হলেও হাতেগোনা আর মাত্র কয়েক দিন পরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। তাই রথ শেষের বিষাদ ভুলে এবার দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউনে মেতেছে মহিষাদলের আম বাঙালিরা। পঞ্জিকা মতে, এবার দুর্গাপুজো আশ্বিনের ২৯ তারিখে। তাই বলা যেতে পারে আর মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানেই বাঙালির দরবারে হাজির হতে চলেছেন মা দুর্গা। ফলে এখন যেমন মন্ডপ তৈরিতে ব্যস্ত হয়েছেন উদ্যোক্তারা তেমনই নতুন রঙঝলমলে পোষাকের পসরা সাজিয়ে বিক্রিতে মেতেছেন বিক্রেতারাও। পুজো মানেই শিশির ভেজা কাশফুল, পুজো মানেই নতুন পোষাকের সোঁদা গন্ধ, পুজো মানেই মন্ডপে মন্ডপে প্রতিমা দর্শনের লাইন। তাই বলা যেতে পারে দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির প্রাণে এক অচেনা আনন্দের বিকাশতা। আর বিকাশতাকে কাছে পেতে রথের শেষেই দিন গুনছে বাঙালিরা। রবিবার ছিল ফেরত রথ। আর এই ফেরত রথে জগন্নাথদেবকে তাঁর মাসির বাড়ি থেকে বাড়ি পৌঁছানোর জন্য রথের রশিতে টান দিয়েছেন বহু মানুষই। সকাল থেকে ক্ষেপে ক্ষেপে বৃষ্টির মাঝেও

এদিন বহু মানুষ ভিড় জমান মহিষাদলের রথে। রথ শেষের বিষাদের মাঝেও আম, কাঁঠালের ভরা গন্ধে মেতে ওঠেন দর্শনার্থীরা। কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় সমগ্র মেলা প্রাঙ্গণ। তবে কোনো রকম দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ছিল বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থাও সে যাইহোক রথ শেষ আবার একবছরের অপেক্ষা, তাই এই দীর্ঘ প্রতিক্ষায় মাঝে এখন দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু বাঙালির। প্রায় বহু উদ্যোক্তারাই এখন থেকে শুরু করে দিয়েছে খুঁটি পুজোর কাজ। কে কাকে টেক্কা দিতে পারে সেই লড়াই এখন উদ্যোক্তাদের মধ্যে। আর এই লড়াইয়ের মাঝে এখন কেনাকাটায় ব্যস্ত আম বাঙালি। রাধামণি থেকে হলদিয়া সর্বত্রই এখন বাঙালির দাপাদাপি। রঙ ঝলমলে জামাকাপড়ে এখন ঢেকেছে এখন দোকানগুলি। তবে বাঙালি শুধু তার নিজের জেলাতেই এখন সন্তুষ্ট নয়, কেনাকাটার জন্য বাঙালি এখন ছুটছে গড়িয়াহাট থেকে নিউ মার্কেটেও। তবে বর্তমান স্মার্টফোনের যুগে এখন কিছুটা হলেও হারিয়েছে দোকানে গিয়ে কেনাকাটার হিড়িক। বাঙালি এখন ব্যস্ত অনলাইন সপিং য়েই। মহিষাদলের এক বাঙালি বাসিন্দার কথায়, রথ শেষ, তাই আমরা এখন আসন্ন দুর্গাপুজোর কেনাকাটাতেই মাততে চাই। তবে এটা সত্য যে এখন হাজারো কাজের মাঝে আর দোকানে গিয়ে কেনাকাটার সময় হয়না ফলে অনলাইনেই শপিং করতে হয়। সবমিলিয়ে রথ শেষ হলেও এখনও বাঙালির তেরো পার্বণ শেষ হয়নি। তাই তেরো পার্বনের অন্যতম পার্বণ দুর্গাপুজোতেই এখন মাততে চায় সমগ্র বাঙালি জাতি।